শপথ আইন, ১৮৭৩

(১৮৭৩ সনের ১০ নং আইন)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ

স্থানীয় ব্যাপ্তি

২। [রহিতকৃত]

৩। কতিপয় শপথ ও অঙ্গীকার এর হেফাজত

দ্বিতীয় অধ্যায়

শপথ ও অঙ্গীকার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ

৪। শপথ ও অঙ্গীকার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ

তৃতীয় অধ্যায়

বাধ্যতামূলকভাবে শপথ ও অঙ্গীকার প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ

৫। সাক্ষীগণ কর্তৃক শপথ বা অঙ্গীকার প্রদান

৬। শপথ গ্রহণে আপত্তিকারী কোনো স্বদেশি বা ব্যক্তি কর্তৃক অঙ্গীকার

চতুর্থ অধ্যায়

শপথ ও অঙ্গীকার এর ফরম

৭। শপথ ও অঙ্গীকার এর ফরম

৮। বিশেষ শপথ পরিচালনায় আদালতের ক্ষমতা

৯। বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত শপথ পাঠে অপর পক্ষ বা সাক্ষী আগ্রহী কিনা আদালত তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে

১০। সম্মতি সাপেক্ষে, শপথ পরিচালনা

১১। আবধ্য হইবার প্রস্তাবকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাক্ষ্য

১২। শপথে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে পদ্ধতি

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

১৩। শপথে বিচ্যুতি বা অনিয়ম জনিত কারণে কার্যপদ্ধতি ও সাক্ষ্য অবৈধ হইবে না

১৪। সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির সত্য বলার বাধ্যবাধকতা

১৫। [রহিতকৃত]

১৬। দাপ্তরিক শপথের বিলুপ্তি

শপথ আইন, ১৮৭৩

১৮৭৩ সনের ১০ নং আইন

[৮ এপ্রিল, ১৮৭৩]

বিচারিক শপথ সম্পর্কিত আইন সংহতকরণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত আইন

প্রস্তাবনা

যেহেতু বিচারিক শপথ, অঙ্গীকার ও ঘোষণা সম্পর্কিত আইন সংহত এবং দাপ্তরিক শপথ, অঙ্গীকার ও ঘোষণা সম্পর্কিত আইন রহিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা, নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ।- এই আইন শপথ আইন, ১৮৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।- ইহা সমগ্র [১][বাংলাদেশে] প্রযোজ্য হইবে।

২। [রহিতকৃত]।- [রহিতকরণ আইন, ১৮৭৩ (১৮৭৩ সনের ১২ নং আইন) দ্বারা রহিতকৃত।]

৩। কতিপয় শপথ ও অঙ্গীকার এর হেফাজত।- কোর্ট মার্শালে বিচারাধীন কোনো কার্যক্রম, অথবা আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা রাষ্ট্রপতির পরওয়ানা দ্বারা বা উহার অধীন নির্ধারিত শপথ, অঙ্গীকার বা ঘোষণার ক্ষেত্রে, এই আইনের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শপথ ও অঙ্গীকার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ

৪। শপথ ও অঙ্গীকার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ।- নিম্নবর্ণিত আদালতসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং বা, ক্ষেত্রমত, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা আইন দ্বারা অর্পিত বা আরোপিত দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, শপথ ও অঙ্গীকার পরিচালনা করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) সকল আদালত ও এইরূপ সকল ব্যক্তি যাহারা আইনবলে বা পক্ষগণের সম্মতিক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত; তপশিল

---

[১] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা 'পাকিস্তান' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

(খ) কোনো সেনা, নৌ বা বিমান ঘাঁটি অথবা [২][প্রজাতন্ত্রের] কর্মে নিযুক্ত সেনা কর্তৃক অধিকৃত কোনো জাহাজের কমান্ডিং অফিসার:

তবে শর্ত থাকে যে-

(অ) শপথ বা অঙ্গীকার স্টেশনের অধিক্ষেত্রাধীনে পরিচালিত হইবে; এবং

(আ) শপথ বা অঙ্গীকার [৩][বাংলাদেশে] জাস্টিস অব দ্য পিস কর্তৃক পরিচালিত শপথ বা অঙ্গীকার এর ন্যায় উপযুক্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাধ্যতামূলকভাবে শপথ ও অঙ্গীকার প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ

৫। সাক্ষীগণ কর্তৃক শপথ বা অঙ্গীকার প্রদান।- নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ শপথ বা অঙ্গীকার প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) সকল সাক্ষী অর্থাৎ এইরূপ সকল ব্যক্তি যাহাদেরকে, আদালত অথবা, আইনবলে বা পক্ষগণের সম্মতিক্রমে, সাক্ষ্য গ্রহণের বা সাক্ষীগণকে পরীক্ষার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা উহার সম্মুখে আইনগতভাবে পরীক্ষা করা হইতে পারে, বা যাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, বা যাহাদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইতে পারে;

(খ) সাক্ষীগণকে করা প্রশ্ন এবং সাক্ষীগণ কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্যের দোভাষীগণ; এবং

(গ) জুরিগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ক্ষেত্রে ১২ বৎসরের কম বয়সের কোনো শিশু সাক্ষী হয় এবং আদালত বা অনুরূপ সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, উক্ত সাক্ষীর সত্য বলিবার দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকিলেও শপথ বা অঙ্গীকারের প্রকৃতি বুঝিতে সক্ষম নহে, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে এই ধারা এবং ধারা ৬ এর বিধানাবলি উক্ত সাক্ষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে শপথ বা অঙ্গীকারের অনুপস্থিতিতে, উক্ত সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হইবে না অথবা সাক্ষীর সত্য বলিবার বাধ্যবাধতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ফৌজদারি কার্যধারায় কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির শপথ বা অঙ্গীকার পরিচালনা আইনসিদ্ধ হইবে না, অথবা কোনো আদালতের দাপ্তরিক দোভাষী তাহার কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য যোগদানের পর তিনি তাহার দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিবেন মর্মে কোনো শপথ বা অঙ্গীকার পরিচালনার প্রয়োজন হইবে না।

৬। শপথ গ্রহণে আপত্তিকারী কোনো স্বদেশি বা ব্যক্তি কর্তৃক অঙ্গীকার।- যেক্ষেত্রে কোনো সাক্ষী, দোভাষী বা জুরি হিন্দু বা [৪][মুসলিম] হন অথবা শপথ গ্রহণে আপত্তি করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি শপথের পরিবর্তে অঙ্গীকার করিবেন।

অন্য সকল ক্ষেত্রে সাক্ষী, দোভাষী বা জুরি শপথ গ্রহণ করিবেন।

---

[২] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা 'সরকার' শব্দের পরিবর্তে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৩] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা 'পাকিস্তান' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৪] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা 'মোহামেডান' শব্দের পরিবর্তে 'মুসলিম' শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

চতুর্থ অধ্যায়

শপথ ও অঙ্গীকার এর ফরম

৭। শপথ ও অঙ্গীকার এর ফরম।- ধারা ৫ এর অধীন সকল শপথ ও অঙ্গীকার [৫][সুপ্রীম কোর্ট] কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত ফরমে পরিচালিত হইবে, এবং [৬][সুপ্রীম কোর্ট] কর্তৃক এইরূপ ফরম নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, বর্তমানে প্রচলিত ফরম অনুসারে শপথ ও অঙ্গীকার পরিচালিত হইবে।

৮। কতিপয় শপথ পরিচালনায় আদালতের ক্ষমতা।- যদি কোনো বিচারিক কার্যক্রমের কোনো পক্ষ বা সাক্ষী, তিনি যে গোষ্ঠি বা বিশ্বাসের অনুসারী, সেই গোষ্ঠি বা বিশ্বাসের অনুসারী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত বা তাহাদের বিশ্বাস মতে বাধ্যকর কোনো ফরমে শপথ বা অঙ্গীকারপূর্বক সাক্ষ্য প্রদানের প্রস্তাব করেন, এবং যদি উহা ন্যায় বিচার বা শালীনতার পরিপন্থি না হয়, এবং তৃতীয় পক্ষের কোনো স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করে, তাহা হইলে এই আইনের পূর্ববর্তী বিধানসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, অনুরূপ ফরমে তাহার শপথ বা অঙ্গীকার পরিচালনা করিতে পারিবে।

৯। বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত শপথ পাঠে অপর পক্ষ বা সাক্ষী আগ্রহী কিনা আদালত তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে।- যদি কোনো বিচারিক কার্যক্রমের কোনো পক্ষ ধারা ৮ এ উল্লিখিত কোনো শপথ বা অঙ্গীকার দ্বারা আবধ্য হইবার প্রস্তাব করেন, এবং যদি বিচারিক কার্যক্রমের অপর পক্ষ বা কোনো সাক্ষী কর্তৃক উক্তরূপ শপথ গ্রহণ বা অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, অনুরূপ পক্ষ বা সাক্ষী উক্তরূপ শপথ গ্রহণ বা অঙ্গীকার প্রদানে আগ্রহী কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বা কোনো মাধ্যমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করাইতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য কোনো পক্ষ বা সাক্ষীকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইতে বাধ্য করা যাইবে না।

১০। সম্মতি সাপেক্ষে, শপথ পরিচালনা।- যদি অনুরূপ পক্ষ বা সাক্ষী শপথ বা অঙ্গীকার করিতে সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আদালত উহা পরিচালনা করিবে, অথবা যদি উহা এমন প্রকৃতির হয় যাহা আদালতের বাহিরে পরিচালনা করা সুবিধাজনক হইবে, তাহা হইলে আদালত কোনো ব্যক্তিকে উহা পরিচালনার জন্য কমিশন গঠন করিতে পারিবে এবং তাহাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শপথ বা অঙ্গীকার সাপেক্ষে, সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আদালতে জমা প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

১১। আবধ্য হইবার প্রস্তাবকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাক্ষ্য।- উপরোল্লিখিত মতে আবধ্য হইবার প্রস্তাবকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য বর্ণিত বিষয়ে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১২। শপথে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা।- কোনো পক্ষ বা সাক্ষী ধারা ৮ এ উল্লিখিত শপথ বা অঙ্গীকার করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে উহা করিতে বাধ্য করা যাইবে না, তবে প্রস্তাবিত শপথ বা অঙ্গীকারের প্রকৃতি, কী প্রেক্ষিতে তাহাকে শপথ করিতে বলা হইয়াছে, এবং কী কারণে তিনি তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, আদালত কার্য পদ্ধতির অংশ হিসাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিবে।

---

[৫] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা 'হাইকোর্ট' শব্দটির পরিবর্তে 'সুপ্রীম কোর্ট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৬] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা 'হাইকোর্ট' শব্দটির পরিবর্তে 'সুপ্রীম কোর্ট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

১৩। শপথে বিচ্যুতি বা অনিয়মজনিত কারণে কার্যপদ্ধতি ও সাক্ষ্য অবৈধ হইবে না।- শপথ গ্রহণ বা অঙ্গীকার করিবার ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি, এক জনের স্থলে অন্য জনের প্রতিস্থাপন এবং শপথ বা অঙ্গীকার পরিচালনার পদ্ধতিতে কোনো অনিয়ম উক্তরূপ বিচ্যুতি, প্রতিস্থাপন বা অনিয়ম যে কার্যপদ্ধতি বা সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে সেই কার্যপদ্ধতি তৎদ্বারা অবৈধ হইবে না বা প্রদত্ত সাক্ষ্য অগ্রহণীয় হইবে না, অথবা কোনো সাক্ষীর সত্য বলিবার বাধ্যবাধকতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

১৪। সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির সত্য বলার বাধ্যবাধকতা।- আদালত অথবা শপথ বা অঙ্গীকার পরিচালনার জন্য এতদ্দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির সম্মুখে কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে সত্য বলিতে বাধ্য থাকিবে।

১৫। রহিতকৃত।- [রহিতকরণ আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১ নং আইন) দ্বারা রহিতকৃত।]

১৬। দাপ্তরিক শপথ বিলুপ্ত।- ধারা ৩ ও ৫ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো কার্যালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার কার্যালয়ের দায়িত্ব পালনের পূর্বে কোনো শপথ গ্রহণ বা কোনো অঙ্গীকার বা ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে না।

———————